Anudan latter-4-1

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০২৭.২৩.০০৮.১৩.৭৩

তারিখঃ ২০ মাঘ ১৪২৩ / ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বিষয় : **'জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা ২০১৭' এর চূড়ান্ত খসড়ার ওপর সর্বসাধারণের মতামত।**

'জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা ২০১৭' এর চূড়ান্ত খসড়াটি তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। উক্ত খসড়ার ওপর মতামত **আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭** তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে লিখিত/ ই-মেইলের মাধ্যমে (নিকস ফন্টে) প্রেরণের জন্য সর্বসাধারণকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ই-মেইল এর ঠিকানা: sas.film@moi.gov.bd

সংযুক্তি: 'জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা ২০১৭' এর খসড়া।

2.02.17

(শাহীন আরা বেগম, পিএএ)
উপসচিব
ফোন- ৯৫৪০৪৬৩
E-mail : sas.film@moi.gov.bd

সিস্টেম এনালিস্ট
তথ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(নীতিমালাটি এই বিজ্ঞপ্তিসহ ওয়েবসাইটে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা ২০১৭ এর খসড়া

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য মন্ত্রণালয়

১. পটভূমি

শিল্প, প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রায় চলচ্চিত্র আজ পরিণত হয়েছে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং কার্যকর গণমাধ্যমে। বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখা এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ চলচ্চিত্রের অবদান অপরিসীম। দেশ, জাতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সঠিক ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা তুলে ধরে জনগণের চেতনাকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত।

উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের শিকড় উনবিংশ শতাব্দির প্রায় শেষ প্রান্তে প্রথিত। তদানীন্তন ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার বগজুরি গ্রামের হীরা লাল সেন ১৮৯৮ সালে দ্যা রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানী গঠন করে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনী শুরু করেন এবং এ অঞ্চলের এটিই প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রচেষ্টা। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালে এদেশের প্রথম বাংলা সবাক চলচ্চিত্র হিসেবে নির্মিত হয় আব্দুল জব্বার খানের পরিচালনায় 'মুখ ও মুখোশ'।

চলচ্চিত্র শিল্পের অমিত শক্তি উপলব্ধি করতে পেরে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের যথাযথ বিকাশ এবং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চিত করতে ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল তৎকালীন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তদানীন্তন প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশনে **The East Pakistan Film Development Corporation Bill**, ১৯৫৭ উত্থাপন করেন এবং আইনসভা কর্তৃক তা আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, যা আজকের বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের কর্মকান্ড ও অর্জনের বৃহদাংশ আবর্তিত হচ্ছে বিএফডিসিকে ঘিরে। এর বাইরেও চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে স্বাধীন উদ্যোগ এবং সৃজনশীল শিল্প প্রয়াস বাংলাদেশের জাতীয় চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। সেই সাথে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও অবদানসহ চলচ্চিত্র সংসদ কার্যক্রম বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৩ এ বলা হয়েছে: " রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারে।" সাংবিধানিক এ বাধ্যবাধকতা বিবেচনায় নিয়ে সরকার ২০১২ সালের ৩ এপ্রিল গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ ও প্রদর্শন সংশ্লিষ্ট সকল কাজকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। এর ফলে জাতীয় শিল্প নীতির আওতায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প অন্যান্য শিল্পের ন্যায় যথাযথ সুযোগ ও সহায়তা নিয়ে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদানের সংখ্যা এবং অনুদানের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদান প্রবর্তন করা হয়েছে। পুরনো চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন আইন বাতিল করে সময়ের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন আইন, ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। চলচ্চিত্রের উপর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের জন্য 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইন্সটিটিউট' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিদ্যমান সেন্সর প্রথা বাদ দিয়ে চলচ্চিত্রে সার্টিফিকেশন পদ্ধতি চালুর নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, অংশীজনদের **(Stakeholder)** সাথে আলোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং নিজস্ব সংস্কৃতির পরিপূরক একটি স্বাধীন, শিক্ষা ও বিনোদনমূলক, পরিচ্ছন্ন এবং শিল্পমানসমৃদ্ধ চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ, প্রদর্শন ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলির পথনির্দেশক হিসেবে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

১.২. চলচ্চিত্রের সংজ্ঞা

নির্মাণের উপায় অথবা প্রদর্শনের পদ্ধতি যাই হোক, এই নীতিমালায় 'চলচ্চিত্র' বলতে যে কোন ধরনের চলমান চিত্রকে বোঝানো হবে যা নির্মিত হয়েছে প্রেক্ষাগৃহ বা চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য নির্ধারিত হল বা স্থানে প্রদর্শনের জন্য। সেই অর্থে স্বল্পদৈর্ঘ্য ও পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র, প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, এ্যানিমেশন এবং নিরীক্ষাধর্মী চলমান চিত্রকে চলচ্চিত্র বলা হবে।

২. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালায় সংস্কৃতির একটি মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের সৃজনশীলতা এবং নান্দনিকতাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। মানুষের মানবিকতার উৎকর্ষ সাধন এবং তাদেরকে বিনোদন প্রদানের জন্য এ মাধ্যমে নির্মিত শিল্পকর্মকে কারিগরি মানে অত্যাধুনিক করার পাশাপাশি চিত্তাকর্ষক এবং হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে হবে। একইসাথে বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মানুষের প্রতি শিল্পের দায়বদ্ধতার বিষয়সমূহ বিবেচনা করে আমাদের চলচ্চিত্রকে একটি বিশেষ মাত্রায়, স্বকীয় বৈশিষ্টে এবং শিল্পের সৌকর্যে বৈশিষ্টমন্ডিত করে দেশে এবং বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আঞ্চলিক চলচ্চিত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে এবং বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের একটি নিজস্ব পরিচিতি তুলে ধরতে আমাদের গ্রহণ করতে হবে নানাবিধ কার্যক্রম ও কর্মকৌশল। চলচ্চিত্র শিল্পে ব্যাপক অর্থলগ্নী করতে হয়। লগ্নীকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার এবং কাঙ্ক্ষিত মুনাফাসহ লগ্নীকৃত অর্থ ফেরত আনার জন্য চলচ্চিত্র শিল্পের প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা, সুরক্ষা ও যথাযথ দিকনির্দেশনা। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে প্রণয়ন করা হলো এ নীতিমালা। এ নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

২.১ চলচ্চিত্র মাধ্যমকে দেশ, সমাজ ও মানব কল্যাণে ব্যবহারের বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ;

২.২ চলচ্চিত্রকে শিক্ষা, বিনোদন, কার্যকর যোগাযোগ, জনসংস্কৃতি ও জনরুচি সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা;

২.৩ কারিগরি মানে উন্নত ও অত্যাধুনিক করার পাশাপাশি চলচ্চিত্র শিল্পে সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতাকে উৎসাহিত করা;

২.৪ জনগণকে শিল্প ও কারিগরিমানসম্পন্ন চলচ্চিত্রের প্রকৃত আস্বাদ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ মাধ্যমের অপব্যবহার ও অপপ্রচার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি;

২.৫ চলচ্চিত্র শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা প্রদান;

২.৬ বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২.৭ মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, আদর্শ ও চেতনা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং রাষ্ট্রীয় নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ ও প্রদর্শন নিশ্চিতকরণ;

২.৮ সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের চর্চা, নৈতিক অবক্ষয় রোধ ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ;

২.৯ সরকারি ও বেসরকারি অংশগ্রহণের মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ, প্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও গতিশীল করা;

২.১০ বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের নিজস্ব ধারা ও চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখা;

২.১১ সরকারি ও ব্যক্তিখাতের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে চলচ্চিত্র শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন;

২.১২ চলচ্চিত্র শিল্পে উন্মুক্ত ও সুষম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা;

২.১৩ সুস্থ, শিক্ষামূলক ও বিনোদনধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে নীতিগত, অবকাঠামোগত ও কারিগরি সহায়তা সৃজনে করণীয় বিষয়াদি সুনির্দিষ্ট করা;

২.১৪ বিদ্যমান চলচ্চিত্র সেন্সর আইন বিলুপ্ত করে সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী সৃজনশীলতার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন;

২.১৫ চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ, প্রদর্শন এবং এতদ্সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমকে শিল্প ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে এসব কর্মকান্ড যাতে শিল্পের সকল সুবিধা লাভ করে সে বিষয়ে কর্মপন্থা নির্দ্দিষ্টকরণ;

২.১৬ চলচ্চিত্রের সাথে সম্পৃক্ত সকল পক্ষের আইনগত ও ন্যায়ানুগ স্বার্থ সংরক্ষণ;

২.১৭ চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রদর্শন, চলচ্চিত্রের সৃজনশীল ও কারিগরি বিভিন্ন কর্মসহ চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিতকরণ;

২.১৮ চলচ্চিত্র শিল্পকে টেকসই **(Sustainable)** করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কার্যকরী ভূমিকা ও পদক্ষেপ নিশ্চিতকরণ;

২.১৯ জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজনে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চিতকরণ;

২.২০ চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন, চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় চর্চা ও অনুশীলন এবং চলচ্চিত্র বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

৩. কৌশলসমূহ

৩.১ এ নীতিমালা বাস্তবায়নে সকল অংশীজনের পরামর্শ গ্রহণ;

৩.২ এ নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন;

৩.৩ এ নীতিমালা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও সংশোধনের সুপারিশ প্রণয়নসহ চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে করণীয় বিভিন্ন পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ে একটি জাতীয় চলচ্চিত্র পরামর্শক কমিটি গঠিত হবে। কমিটির রূপরেখা ও কার্যপরিধি পরিশিষ্ট-ক আকারে সংযুক্ত হলো।

৪. অনুসরণীয় মানদন্ড

চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিতে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অনুসরণীয় মানদন্ডের উল্লেখ থাকবে:

(ক) চলচ্চিত্রে পরিবেশিত তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা;

(খ) পেশাগত নৈতিকতা ও নিরপেক্ষতা;

(গ) চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতা।